Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহে প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ... কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। ... দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিজয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই মাঘ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 20th Jan. 1960 { ৩৬শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

শাসকের কোপদৃষ্টি

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে আইন সভায় আগামী অধিবেশনে এক বিল দেওয়ার বন্দোবস্ত হইবে। তাতে অনেক প্রতিষ্ঠান হ'তেই আপত্তি সুরু হতে দেখা যাইতেছে। বিলটি—দেশে সভা ও শোভা-যাত্রা বে-আইনী বলিয়া তাহার দণ্ড ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া আইন করার জন্য। দেশের অধিকাংশ লোক যা অনিষ্টকর মনে করে, সাধারণতন্ত্র শাসিত দেশে তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে ভোটের জোরে শাসকদল তৈরী হয়েছে। কংগ্রেসদল বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ এঁরা যদি বিল দাখিল করেন, বিলই আইন হ'য়ে সবকে শাসন করবে। মাথা পেতে তা মেনে নিতে সকলেই বাধ্য হবে। ইংরেজ আমলে শাসকরাই যা করতো তাই চলতো। এখনও ভোটাধিক্যে জুলুমই আইন হয়ে দাঁড়াতে পারে। শাসক চিরদিনই প্রবল, শাসিত দুর্ব্বল। ইংরেজ আমলের বেতনভোগী শাসক কবি দ্বিজেন্দ্র-লাল যে ব্যঙ্গ গীতি গাহিয়াছেন তাহাতে শাসিতের প্রতি শাসকের যে বচনামৃত পরিবেশন করা হইয়াছে পাঠকগণকে তাহা শোনাইতেছি।

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে;
—তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে?
আমার পায়ে লাগল সেটা,—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা?
নিজের জ্বালায় নিয়ে মরিস, নিজের কথায় ভাবিস আগে।
লাথি যদি না খাবি ত জন্মেছিলি কিসের জন্যে?
আমি যদি না মারি ত, মেরে সেটা যাবে অন্যে!
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—ন্যাকামি নয়?
শূয়োর গাধা!
—দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভ'রে গেছে জুতোর দাগে!
আমার সেটা অনুগ্রহ যদি লাথি মেরেই থাকি;—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত'—না মার্ত্তেও?
পার্ত্তাম না কি?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা! বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া!
—পরে বলা ভক্তিভরে,—"প্রভু! অনুগ্রহ করে, পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে!
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

"তবে চিরদিন কভু সমানে না যায়" শাসিতের দল মার্জ্জারের কামড় খাইবেই এই আশঙ্কা করতে করতে কেন্দ্রের বর্ত্তমান আইনকর্ত্তার ডিগবাজী মারলো শেষে মার্জ্জার। তেমন তেমন যোগাযোগ হলে কংগ্রেসী গ্যাস কোম্পানীর প্রতি করুণা বিল চিলে ছোঁ মেরে কাত করে দেয়।

ধুবুলিয়াস্থিত যক্ষ্মা হাসপাতাল ৭৫০টি অতিরিক্ত বেড স্থাপন

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নদীয়া জেলাস্থিত ধুবুলিয়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ৭৫০টি অতিরিক্ত স্থায়ী রোগি-শয্যা স্থাপন মঞ্জুর করিয়াছেন। এই হাসপাতালে বর্তমানে ২৫০টি মাত্র রোগিশয্যা আছে; ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৫০টি রোগিশয্যা স্থাপিত হইতেছে এবং ইহার পর যত শীঘ্র সম্ভব অবশিষ্ট ৫০০টি রোগিশয্যা স্থাপিত হইবে। ১লা জানুয়ারী (১৯৬০) তারিখে স্থাপিত ২৫০টি রোগি-শয্যার মধ্যে ২০০টি রোগিশয্যা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ১৯৪৮ সালের কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন অনুসারে বীমাকৃত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

নেতাজীর জন্মজয়ন্তীতে

॥ সু—মো—দে ॥

আমাদের মাঝে তোমারে দেখিতে চাই,
তোমার দীর্ঘ আত্মগোপনে
জাতির শান্তি নাই।
কাঁদিছে অঝোর ভারত জননী
দিকে দিকে শুনি রোদনের ধ্বনি,
জন-মানসের মন্দিরে তুমি
পূজিত সর্ব্বদাই,
আমাদের মাঝে তোমারে দেখিতে চাই।
হে দামাল ছেলে বঙ্গমাতার
বীর বিপ্লবী খ্যাত দুনিয়ার,
তোমার কর্ম্মে অধীন জাতিরে
স্বাধীন দেখিতে পাই,
আমাদের মাঝে তোমারে দেখিতে চাই।
তোমার মূরতি জাগে অবিরাম
নাও আমাদের আকুতি প্রণাম,
ডানপিটেদের সেরা ডানপিটে
তোমারে জানিতো তাই,
মহাজীবনের বীর্য্যদৃপ্ত
গৌরব গান গাই।
আমাদের মাঝে তোমারে দেখিতে চাই॥

প্রকাশ্য স্থানে অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ কলিকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি

১৮৬১ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬২ ক ধারার (২) উপধারার (১) নং প্রকরণ এবং ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলি পুলিশ আইনের ৩১ক ধারার (২) উপধারার (১) নং প্রকরণ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৬০। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা বা উহার শহরতলির প্রকাশ্যস্থানে কোন ব্যক্তি ছোরা, তরবারি, শড়কি, মুগুর, লাঠি, বন্দুক বা অন্য মারাত্মক অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না বলিয়া নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত নিষেধাজ্ঞা, ভারতীয় অস্ত্র নিয়মাবলী, ১৯৫১-এর ১নং তফসিল মতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক কোন নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত পারমিটধারী ব্যক্তি বা অস্ত্র আইন অনুসারে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় উহার অন্তর্ভুক্ত কোন অস্ত্রের পক্ষে প্রযুক্ত হইবে না। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

হ্যাসাগ ফাটিয়া বিপত্তি

২০শে জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের রিলিফ অফিসে কার্য্যরত শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বনাথ দাস নামক দুইজন করণিক হ্যাসাগ লাইট ফাটিয়া যাওয়ায় সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন। লাইট ফাটার শব্দে চারিদিক হতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া টেবিলের উপরের জ্বলন্ত কাগজপত্র নিবাইবার চেষ্টা করেন। মহকুমা শাসক আহতদ্বয়ের চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাদিগের সঙ্গে হাসপাতালে গমন করেন। ঐ বিভাগের বহু কাগজপত্র পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জঙ্গিপুর হাসপাতালে আহতদ্বয়ের চিকিৎসা হইতেছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দশ বৎসরের স্বাস্থ্যকল্যাণ

ডাঃ সখেইলভার, বৃহত্তর বার্লিনের নগর সংসদের সহিত সংযুক্ত স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রধান

১৯৪৫-এ ফ্যাসিষ্ট শাসনের পতনের পর প্রাক্তন সোভিয়েট দখলদারী এলাকায় ফ্যাসী-বিরোধী গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত শক্তিগুলিকে অতি বিষাদময় উত্তরাধিকার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তখন অসংখ্য সহর ও কলকারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল এবং খাল ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে জার্মানীতে প্রায় অবিদিত হইয়া পড়িয়াছিল এমন অনেক গুরুতর সংক্রামক ব্যাধি তখন জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু মাত্র বার্লিনেই ১৩ হাজারেরও অধিক লোক ঔদরিক জ্বরবিকার এবং ২১ হাজার লোক রক্ত আমাশয় রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। এমন কি সান্নিপাতিক জ্বর, যাহার নাম ইতিপূর্বে জার্মানীতে প্রায় অশ্রুত ছিল তাহাও অতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়াছিল। সোভিয়েট দখলকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক সক্রিয়ভাবে সমর্থিত সংযুক্ত প্রচেষ্টার কল্যাণে অতি অল্পকালের মধ্যেই আমরা এই গুরুতর বিপদগুলির অপসারণে সক্ষম হই এবং ১৯৪৭ নাগাদ নূতন গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকল্যাণ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

পলিক্লিনিক ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা স্থাপিত হইবার দরুণ প্রথম ফ্যাক্টরী পলিক্লিনিকগুলি খোলা এবং জনসাধারণের জন্য সাধারণ চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ১৯৪৯-এর ৭ই অক্টোবর জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে এই সমস্ত প্রাথমিক কাজ অধিকতর দ্রুতগতিতে এবং অধিকতর কৃতকার্য্যতার সহিত চালাইয়া যাওয়া হয়। শিল্পসমূহের দ্রুতবিকাশ ইতিমধ্যে এই সমস্ত কাজের বৈষয়িক ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য হইতে এই কৃতকার্য্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে:

১৯৪৮-এ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণের জন্য হাসপাতালের 'বেডের' সংখ্যা ছিল ১,৭৩,৪৫৮। ১৯৫৮-এ উক্ত 'বেডের' সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০৪,০০৯।

হাসপাতালের 'বেড' সংখ্যার এইরূপ বৃদ্ধির (প্রতি ১,০০০ লোক পিছু ১০·২ হইতে ১১·৮) সঙ্গে সঙ্গে যে গুণগত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যারাক, বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিকে আধুনিক ও উপযুক্ত আসবাবপত্রে সজ্জিত নূতন হাসপাতাল ভবনে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৮-এর মধ্যে পলিক্লিনিকগুলির সংখ্যা ১৬২ হইতে ৩৯১ হইয়াছে। বাহিরের রোগী দেখিবার কেন্দ্রগুলির সংখ্যা ১১৯ হইতে ২৬৫ হইয়াছে, ফ্যাক্টরী পলিক্লিনিকগুলির সংখ্যা ২৪ হইতে ৮৪, ফ্যাক্টরী ক্লিনিকগুলির সংখ্যা ০ হইতে ১৭০ এবং গ্রামাঞ্চলে বাহিরের রোগী দেখিবার কেন্দ্রগুলির সংখ্যা ২ হইতে ৩৫১ হইয়াছে। ইহার উপর কলকারখানা, বিদ্যালয় ও দপ্তরগুলিতে হাজার হাজার প্রাথমিক চিকিৎসা গৃহ ও শুশ্রূষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

এই ব্যাপক নির্মাণ প্রচেষ্টার ফল হিসাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই জনস্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করে। যক্ষ্মারোগে যাহা যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম বৎসরগুলিতে গুরুতর সমস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা এখন যুদ্ধপূর্ব যুগের মান অপেক্ষাও নীচে নামিয়া আসিয়াছে। নূতন রোগাক্রমণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা এক-তৃতীয়াংশেরও কম দাঁড়াইয়াছে। শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যাহা ১৯৩৫-এ বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়াছিল এবং ১৯৪৬ ও ১৯৪৮-এ যথাক্রমে শতকরা ১৩·১-ভাগ ও ৮·৯-ভাগ দাঁড়াইয়াছিল তাহা ১৯৫৮-এ শতকরা মাত্র ৪·৪-ভাগে নামিয়া আসিয়াছে। ইহা এখন যুদ্ধপূর্ব যুগের মান শতকরা ৬·০-ভাগ অপেক্ষাও কম। এই সমস্ত ও অন্যান্য সাফল্যের দরুণ নবজাত শিশুর আয়ু পুরুষের ক্ষেত্রে ৭ বৎসর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৬৬·৩৪ এবং ৭১·৩০ বৎ র দাঁড়াইয়াছে।

নির্মাণের ব্যাপারে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একটি বিশেষ সমস্যা আছে—তাহা হইল জার্মানীর দেশবিভাগ। স্বাস্থ্যকল্যাণমূলক ব্যবস্থার উপর ইহার প্রভাব স্বভাবতঃই অনস্বীকার্য্য। যুদ্ধের সময় অধিকাংশ চিকিৎসাসংক্রান্ত ও ভেষজপ্রস্তুতের কলকারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু এই শিল্পের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি চিরদিনই পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত ছিল। অনেক যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রের নাম নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল—অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই অছিলায় জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ঐ সমস্ত জিনিসপত্রে রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহে বাধা দিয়া জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকল্যাণের ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি করিবার এই হীন প্রচেষ্টা আমাদের প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক ও বৈজ্ঞানিকদের শ্রমশীলতার কল্যাণে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। আমাদের শত্রুরা আরও একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—তাহা হইল জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হইতে বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদিগকে প্রলোভিত করিয়া লইয়া যাওয়া। ইহাতেও তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বাস্থ্যকল্যাণ কর্মীগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিকতর বিকাশের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা

আলোচিত হইতেছে। ইহাতে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে হাসপাতালগুলিকে নির্দ্দিষ্ট এলাকার চিকিৎসা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি হইতেই করা হইবে। ইহার দরুণ অনেক স্থানে রোগ প্রতিষেধক ও রোগ নিরাময়ক ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা দূরীভূত হইবে। আরও একটি প্রস্তাব হইল বর্ত্তমানে যে সমস্ত প্যানেল ডাক্তার স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছেন তাহাদিগকেও জাতীয় স্বাস্থ্য-কল্যাণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা। অতীতে এই সমস্ত ডাক্তাররা তাঁহাদের স্বার্থলেশহীন প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাস্থ্যকল্যাণের ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিপজ্জনক ফলগুলিকে আয়ত্তাধীনে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই এই সমস্ত ডাক্তারদিগকে জাতীয় স্বাস্থ্যকল্যাণ ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মে অধিকতর সহযোজন ও সহযোগিতা, চিকিৎসা কর্মীদের শিক্ষা ও শিক্ষণের উন্নতি, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং ভেষজ প্রস্তুত ও চিকিৎসাবিষয়ক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের শিল্পগুলির বিকাশ প্রভৃতিও পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হইয়াছে।

পূর্বে ও পশ্চিমে অনুষ্ঠিত বহু আন্তর্জ্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলন ও কংগ্রেস প্রভৃতিতে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের সাফল্যের কথা বলিয়াছেন। বহু বিদেশী অতিথি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আসিয়া ব্যাড বার্বার মতো আদর্শ যক্ষ্মারোগ নিবারক প্রতিষ্ঠান, গ্রেট-ফাওয়াল্ড ও গ্রাজের পুনর্বাসন ভবন ও বহুমূত্ররোগ সম্পর্কে বনিয়াদী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন।

বৈষয়িক অবস্থার সৃষ্টি ও চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণের বিকাশের অন্যতম দিক। ইহার অপর একটি দিক হইল স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ও শরীর চর্চার অধিকতর উন্নতির জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা। সেইজন্য এই পরিকল্পনায় যাহাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার প্রসার এবং জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ এই কর্ত্তব্যগুলির সম্পাদনে যোগদান করে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বাস্থ্যকল্যাণ কর্মীদের পক্ষে বিগত দশটি বৎসর অত্যন্ত কঠিন সময় ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঠিন সময়ের মধ্যেও তাঁহারা যে সাফল্যগুলি অর্জ্জন করিয়াছেন সেইগুলি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে আসন্ন কর্ত্তব্যসমূহের যথাশক্তি সম্পাদনের পথে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করিবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৩ স্বত্ব ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেং সবিতা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ১৮৩২ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২ শতকের কাত ৩/৯ আঃ ৫০০৲ থং ৩৩৯ তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল ঘর মায় কপাট চৌকাট, তীর জানালা ইত্যাদি সহ।

২৮ অন্য ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দেং অতুলকৃষ্ণ রায় দাবি ৫২০ টাকা ৮০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ১৯-৭৪ শতকের কাত ৯৫৮/১ তন্মধ্যে দেন্দারের ॥০ অংশে ৯-৮৭ শতকের কাত ৪৭৸৶৩ আঃ ৩০০৲ থং ১৭১ অধীনস্থ থং ১৭২ হইতে ১৭৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৫৪ মনি ডিঃ সত্যনারায়ণ সিংহ দেং বাবলু দাস নাবালক দিং পক্ষে অলি উকিল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দাবি ৬১৬ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ২ শতকের কাত ৩৲৯ হারাহারি মতে ১৲৩ আঃ ১৫৫৲ থং ৬২৫ উপরোক্ত ভূমি ও উপরিস্থিত বৃক্ষ ও গৃহাদি সহ দেন্দারগণের ৬০ অংশ নিলাম হইবে। ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ৩৶০ হারাহারি মতে ১৶৪ পাই আঃ ৩৫৫৲ থং ৬৩০ উপরোক্ত ভূমি ও উপরিস্থিত পাকা দ্বিতল বাড়ী মায় ইট, কাঠ, তীর, বরগা, কপাট চৌকাট, জানালা, কুয়া ও পায়খানা নওয়া জিমা সহ দেন্দারগণের ৬০ অংশ নিলাম হইবে।

পূর্ণপাত্র
শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে—মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ—কাগজ

M.P. 643

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

(ক) নিম্নোক্ত রুটগুলিতে বাস চালানোর স্থায়ী পারমিটের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিদের এক তালিকা যথাসম্ভব বিস্তারিত বিবরণসহ মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটিশ বোর্ডে এবং উক্ত জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১। ডোমকল রুট হইয়া বহরমপুর—কুশাবেড়িয়া-ঘাট একটি স্থায়ী পারমিট। ২। কান্দী রুট হইয়া পাঁচথুপী—বেলগ্রাম একটি স্থায়ী পারমিট। এতদ-সম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে। গৃহীত আবেদন ও দরখাস্তসমূহ বিবেচনার সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে জানানো হইবে। (খ) পাবলিক ক্যারিয়ার পারমিট প্রদান এবং কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিটের পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিদের তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটিশ বোর্ডে ও এই জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা অফিস সমূহের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদসম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে। স্বাঃ—এ সি চ্যাটার্জি, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

ভারতে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ

ভারত সরকার সম্প্রতি ক্ষুদ্র কারখানায় কাগজ উৎপাদনের ১১টি নূতন প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাদের সকলকেই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। এই এগারটি কারখানার মোট উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে বাৎসরিক ২১,২০০ টন। প্রস্তাবিত কারখানাগুলির মধ্যে তিনটি স্থাপিত হইবে পশ্চিম বঙ্গে এবং এইগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৭০০ টন। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্ ক্রীম; নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব ক'রে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

বোরোলীন

প্রথম প্রসাধন

বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটফাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোঃ ১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

odarts/39

ভারতে মেট্রিক বাটখারা উৎপাদন

মেট্রিক ওজনের বাটখারা তৈয়ারীর জন্য এ পর্য্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব ও দিল্লীর ১০৬টি কারখানাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র দেশের মেট্রিক ওজন ও পরিমাপের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রায় ৩০০টি সরকারী ও বেসরকারী কারখানায় উৎপাদন সুরু করিতে হইবে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

উদ্বাস্তু শিবিরের বাহিরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলির বাহিরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের ঋণ দান সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে সকল সুপারিশ করিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তাহার সবগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য মোট ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহার ফলে উল্লিখিত শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ এবং কৃষি ঋণ দানের অবশিষ্ট সমস্যার সমাধান হইল। রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে আরও স্থির করা হইয়াছে যে, অতঃপর এইরূপ ঋণের আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

খুটাগাড়ী ঘাটের নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ইংরাজী ৩০।১।৬০ তারিখে (শনিবার) বেলা ১২ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে সন ১৩৬৬ সালের বাকী সময়ের জন্য এবং ১৩৬৭ সালের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন ইছলিপাড়া (ডাক নাম রেঞ্জাপুর—কালীগঞ্জ) খুটাগাড়ী প্রকাশ্য নিলামে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাধীনে বন্দোবস্ত করা হইবে।

খুটাগাড়ীর তালিকা ও নিলামের সর্ত্তাবলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে, সংশ্লিষ্ট ভূমি সংস্কার অফিসে, থানায়, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে এবং নর্থ সার্কেল অফিসে দেখিতে এবং জানিতে পারা যাইবে।

স্বাঃ এস, চৌধুরী
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" মহেন্দ্র শ্রীমানীর ষ্ট্রীট

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

কড়েপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।